সমকাল

তারিখ 18 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

শিক্ষকরাই আসল প্রশ্ন ফাঁসকারী

দুদকের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষকরাই আসল প্রশ্ন ফাঁসকারী বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে গতকাল রোববার সচিবালয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে বহু পরামর্শ আসছে।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

নুরুল ইসলাম নাহিদ

শিক্ষকরাই আসল প্রশ্ন ফাঁসকারী

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

পরীক্ষার আধা ঘণ্টা আগে শিক্ষার্থীরা হলে প্রবেশ করার পর প্রশ্নপত্র পাঠানোর বিষয়ও আলোচনা হচ্ছে। তবে শিক্ষকই যখন আসল প্রশ্ন ফাঁসকারী, তখন আধা ঘণ্টা আগে প্রশ্ন পাঠিয়ে কী লাভ?'

গতকালের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় দুদক কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে গঠিত 'শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিমে'র অনুসন্ধানী প্রতিবেদন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পেশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, সরকার বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস রোধের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষকের হাতে প্রশ্ন তুলে দিয়ে রাতে 'নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যাওয়া উচিত'। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কিছু শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁস করে দিচ্ছেন।

দুদকের 'শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিমে'র অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে অবশ্য বলা হয়েছে, শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ সরকারি প্রেস (বিজি প্রেস), ট্রেজারি ও পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের 'অসাধু' কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোচিং সেন্টার, প্রতারক শিক্ষক এবং বিভিন্ন অপরাধী চক্রও যুক্ত থাকতে পারে বলে দুদকের তদন্তকারীদের ধারণা। প্রশ্ন ফাঁস, নোট-গাইড, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, এমপিওভুক্তি, নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে দুর্নীতি রুখতে ৩৯ দফা সুপারিশসহ ওই প্রতিবেদন ১৩ ডিসেম্বর মন্ত্রিপরিষদ সচিব, শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে পাঠানো হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুদকের সঙ্গে মিলে লড়াই করবে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য ভালো মানুষ তৈরি করা। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

নাহিদ বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের এ প্রতিবেদন সময়োপযোগী। এর অধিকাংশ সুপারিশই নজরে রয়েছে। এ ব্যাপারে দুদককে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে দূর করা হবে। তিনি বলেন, সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনৈতিকতা রয়েছে, পিতা যখন সন্তানের জন্য ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সন্ধানে উদ্যোগী হন, তা সবাইকে অবশ্যই বিচলিত করে।

তিনি বলেন, কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষকদের লোভ দেখায়, যে কোনোভাবে প্রশ্ন ফাঁস করে তাদের শিক্ষার্থীদের ভালো ফল করাতে পারলে কোচিং ব্যবসা ভালো হবে। টাকা আয়ের পরিমাণও বাড়বে। এসব লোভের কারণে শিক্ষকরাই কোচিংয়ের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন। মন্ত্রী বলেন, কিছু শিক্ষক ক্লাসে না পড়িয়ে বাড়িতে বা কোচিংয়ে পড়ান। যত নামি শিক্ষক, ক্লাসে 'তত কম' পড়ান। কারণ, ক্লাসে ভালো পড়ালে তার 'ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে'। আইন না থাকায় সরকার এখন কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। শিক্ষা আইন পাস হলে কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করা সম্ভব বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সভায় দুদক কমিশনার বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুসারে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের কাজ হচ্ছে। দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তা রাষ্ট্রপতি কিংবা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো কমিশনের আইনি ম্যান্ডেট। তিনি বলেন, দুর্নীতিমুক্ত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের জন্যই কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক টিম' গঠন করে। এই টিমের সদস্যরা নিরলস অনুসন্ধান করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহিউদ্দিন খান ও চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার ও এ কে এম জাকির হোসন ভূঞা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালাহ প্রমুখ। কমিশনের মহাপরিচালক মো. আসাদুজ্জামান পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।